মুজিবনগরে সাবেক স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সাবেক স্ত্রী তাহমিনা খাতুনকে হত্যার দায়ে শহিদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

তবে মামলার অপর আসামি আনোয়ারা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আইনজীবী সাইদুর রাজ্জাক।

দণ্ডপ্রাপ্ত শহিদুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর রিফিউজি পাড়ার দরুদ আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, শহিদুল ইসলাম আগের চারটি বিয়ের তথ্য গোপন রেখে প্রায় ২৪ বছর আগে মেহেরপুরের সাহেবপুর গ্রামের তাহমিনা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় তিনি নগদ দুই লাখ টাকা ও একটি গরু যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করেন। দাম্পত্য জীবনে তাঁদের তিনটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। পরবর্তীতে পরকীয়ার জেরে আনোয়ারা খাতুন নামে আরেক নারীকে বিয়ে করেন শহিদুল।

অভিযোগ অনুযায়ী, এ সময় অন্য স্ত্রীদের প্ররোচনায় তাহমিনাকে তালাক দিয়ে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন তিনি। পরে বিষয়টি মীমাংসার কথা বলে ২০১৮ সালের ১২ মার্চ তাহমিনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এর তিন দিন পর, ১৫ মার্চ তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে ধরে আনা হয়। পরে আনোয়ারা খাতুনের সহযোগিতায় শহিদুল তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে প্রচার করা হয়।

এ ঘটনায় তাহমিনার ভাই আলামিন বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় হত্যা

মামলা করেন। প্রথমে মামলাটি তদন্ত করেন পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সুব্রত কুমার পাল। পরে মামলাটি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) হস্তান্তর করা হলে উপপরিদর্শক আনোয়ার জাহিদ তদন্তের দায়িত্ব পান। তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ২ নভেম্বর শহিদুল ইসলাম ও আনোয়ারা খাতুনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, মামলায় ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে আনোয়ারা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলায় আসামিপক্ষে আইনজীবী ছিলেন আব্দুল মতিন।

দামুড়হুদায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় একজন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তুহিন আলী (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত তুহিন আলী দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর পূর্বপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই মাহাবুল হকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করেন। তিনি সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলার আসামি। গ্রেফতারের পর যথাযথ পুলিশ প্রহরায় তাকে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলায় বকুল হোসেন
(৫২) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক শিমুল কুমার বিশ্বাস আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বকুল হোসেন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার মৃত কুদরত আলীর ছেলে।

আদালত ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৯ মার্চ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ায় বকুল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে বাড়ির উঠান থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির ছাদে রাখা একটি সিগারেটের প্যাকেট থেকে ১৩টি নেশাজাতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় তৎকালীন ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জগদীশ চন্দ্র বসু বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করেন।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ রায় দেন। রায়ে জব্দ করা আলামত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আসামির পূর্বে হাজতে থাকার সময়কাল মূল

সাজা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত।

অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোয় মেহেরপুরে ইটভাটাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোর দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা মোড় এলাকায় আজিমুদ্দিনের ইটভাটায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা ইফতেখার আহমেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মোবাইল কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, ইটভাটায় অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৫(৩) ধারা অনুযায়ী ভাটার মালিক আজিম উদ্দিনের ছেলে শহীদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ছয় হত্যা: হানিফের মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছয়জনকে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। একই মামলায় অপর তিন আসামিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন।

আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন হলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী এবং কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা। পাশাপাশি চার দণ্ডিতের প্রত্যেকের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

মামলায় নিহত ছয়জন হলেন আশরাফুল ইসলাম, সুরুজ আলী বাবু, আবদুল্লাহ আল মুস্তাকিন, মো. উসামা, বাবলু ফরাজী ও ইউসুফ শেখ। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কুষ্টিয়ায় তাঁদের হত্যার ঘটনায় এ মামলায় অভিযোগ আনা হয়।

প্রসিকিউশনের অভিযোগ ছিল, আন্দোলন দমনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার নির্দেশ দেওয়া, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় আসামিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগে বিচার করা হয়।

২০২৫ সালের ২ নভেম্বর অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে মামলার বিচার শুরু হয়। তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ১৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়।

প্রথম দফায় যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়। পরে রাষ্ট্রপক্ষ অতিরিক্ত সাক্ষী ও নথিপত্র উপস্থাপন করলে পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ৭ অক্টোবর যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটি আবারও রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন ট্রাইব্যুনাল। এরপর ২৭ অক্টোবর রায় ঘোষণার দিন নির্ধারণ করা হয়।

প্রসিকিউশন চার আসামির সর্বোচ্চ সাজা দাবি করেছিল। চারজনই পলাতক থাকায় তাঁদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে নিয়োজিত আইনজীবী আমির হোসেন মামলা পরিচালনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

মেহেরপুরে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে মোশারফ হোসেন(৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মোশারফ হোসেন শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পাড়ার নুরন্নেছার ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ৮ এপ্রিল দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রী নিজ বাড়িতে কাজ করছিল। এ সময় মোশারফ হোসেন ওই বাড়িতে প্রবেশ করে এবং ছাত্রীকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়।

পরে সন্ধ্যায় ঘরে একটি মোবাইল ফোনের রিংটোন শুনে ছাত্রীর মা আনোয়ারা খাতুন ফোনটি উদ্ধার করেন। কিছুক্ষণ পর মোশারফ এসে ফোনটি নিজের দাবি করে নিয়ে যায়। এরপর মেয়ের বারবার বাথরুমে যাওয়া-আসা দেখে সন্দেহ হলে মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন ছাত্রী তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা জানায়। পরে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ছাত্রীর মা আনোয়ারা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায়

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯(১) ধারায় মামলা করেন। মামলাটির নম্বর জিআর ১১২/২০২৫ এবং শিশু নির্যাতন মামলা নম্বর ২৬/২০২৬।

তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বিচার চলাকালে মোট ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর পারভীন সুলতানা। আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগ নেতা মামুন গ্রেপ্তার

দামুড়হুদায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় মো. মামুন অর রশিদ (৪৫) নামে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার কালিয়া বকরি গ্রামে নিজ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত কালিয়া বকরি গ্রামের মুরাদ আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, মামুন অর রশিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলা রয়েছে। বুধবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে সাড়ে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে ছয়টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে মোট ১৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, চাল বিক্রির ক্ষেত্রে পাটের বস্তা ব্যবহার না করায় পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ অনুযায়ী কার্পাসডাঙ্গা বাজারের ওয়াসিম ট্রেডার্স ও দীন মোহাম্মদ মার্টকে মোট ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ রশিদ না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে, সড়কে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী দুজনকে মোট ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাজ্জাদ হোসেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, জনস্বার্থ রক্ষা ও বাজারব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় ১২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সাহেব আলী হত্যা মামলায় ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক নাদিরা সুলতানা আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা মোজাম্মেল হোসেন (৭৩), আইন উদ্দিন (৬৮) ও তার ভাই আকতার হোসেন (৪৩), সাবু (৪১), সোহাগ (৩৮), শরিফুল ইসলাম (৪৩), বিপুল (৩৪), বদর উদ্দিন (৬৮), আফসার শেখ (৬৫), সুমিন (৩৮), সেলিম (৪১) ও আবু (৩৭)।

এছাড়া জুলু (৩৮) ও তার ভাই রাহুলকে (৩৪) দুই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন সাতজন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার ও জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে ২০১৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে সাহেব আলীকে হত্যা করা হয়। পরে কুমারখালী উপজেলার চর-চাপড়া গ্রামে একটি কলাবাগানের পাশে তার মরদেহ ফেলে রাখা হয়।

এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই আহম্মদ আলী ওরফে আকম আলী কুমারখালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে কুমারখালী থানার পুলিশ পরিদর্শক কাজী কামাল হোসেন ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতে ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ (মঙ্গলবার) এ মামলার রায় হলো। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট মনির হোসেন রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার, ১ বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে তিন পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আজগার আলী (৩৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে আদালত তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর পূর্বপাড়া গ্রামে আফাজ্জেল হোসেনের বাড়ির সামনে পাকা সড়কে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই এলাকার আফাজ্জেল হোসেনের ছেলে আজগার আলীকে তিন পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।

পরে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। গতকাল শুক্রবার সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে বিচারের জন্য সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাকে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার এবং চোরাকারবারি, মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, দস্যু, ছিনতাইকারী ও ডাকাতসহ অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।